# উত্তরবঙ্গে শীতের পাখি

জগন্নাথ ঝিাস



ঋতুভেদে যেসব পাখি এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় চলে যায় তাদের পরিযায়ী পাখি বলে। সাধারণত শীতকালেই এটা বেশি হয়।
শীতকালে উত্তর গোলার্ধে দিন ছোট হয়ে আসে, পাখিদের খাবার ও খাবার খোঁজার সময় ও কম হয়ে যায়, তখন তারা দক্ষিণ দিকে নেমে আসে, যেখানে খাবার এবং খাবার খোঁজার সময়ও পাওয়া যায় বেশি। এটাই পাখিদের পরিযায়ী হওয়ার প্রধান কারণ। পরিযায়ী পাখিরা সবাই যে দেশের বাইরে থেকে আসে তা নয়। দেশের মধ্যেও অনেক এক অঞ্চলের পাখি ঋতুভেদে অন্য অঞ্চলে চলে আসে।
আসুন, এদিকের বক্সা পাহাড় থেকে শু করি। শীতকাল। দাণ ঠাণ্ডা। ভোরবেলায় কম্বল মুড়ি দিয়ে চুপচাপ শিশিরের শব্দ শুনছিলাম। টিনের চাল বেয়ে নিচের চাত ালে শুকনো পাতার ওপর ঝরে পড়ছিলো টুপটাপ শব্দে।
সর্বপ্রথম ডাক শোনা গেল একটা দোয়েলের, তারপর আর একটার। ত্রমে অন্যান্য পাখির। আমাদের তাড়া নেই। আজ এই বক্সাদুয়ার জনপদে আমরা সারাদিন পা খি দেখে ঘুরবো। পাখিদের ডাকাডাকি বেড়ে ওঠায় বোঝা গেল বাইরে রোদ উঠেছে। কম্বল ছেড়ে বাইরে আসি। সামনে এক ফালি জায়গায় পাশাপাশি দুটো পাতা - ঝরা গাছ। একটা গাছের ডালপাতা ভর্তি মাদার ফুলের মত উজ্জ্বল লাল ছোট্ট ছোট্ট পাখি, পাশের গাছটায় উজ্জ্বল হলুদ রঙের একই সাইজের পাখি। একটু অ াধটু নড়াচড়া না করলে গাছ ভর্তি ফুল বলেই ভ্রম হতো। কতদিন আগের কথা। আজো যেন চোখের সামনে দেখতে পাই। এগুলোর ইংরেজি নাম স্কারলেট মিনিভেট, স্থানীয় নাম সয়ালি। অজয় হোম বাংলা নাম দিয়েছেন আল্তাপরী। যথার্থ নামকরণ। লালগুলো পুষ ও হলুদ গুলো মেয়ে পাখি।
চা খেয়ে বেরিয়ে পড়া গেল। আমরা দু'জন ছিলাম। সেদিন সারাদিনে মাত্র এক বর্গ কিলোমিটার মত জায়গায় আমরা এই পাখিগুলো দেখেছিলামঃ ১। হোয়াইট ব্য াক্ড ভালচার, বা শাদা- পিঠ শকুন, ২। রেড জাংগল ফাউল বা জংলি মুরগি, ৩। ব্লু রক- পিজিয়ান, নীল পায়রা, ৪। রোজ ব্রেস্টেড প্যারাকিট, গোলাপী - বুক টিয়া, ৫। লংটেইল্ড্ নাইটজার, লম্বা লেজ রাতচরা, ৬। স্মল ব্লু কিংফিশার, নীল মাছরাড়া, ৭। স্মল গ্রীন বী-ইটার, সবুজ মৌমাছি - ভুক, ৮। গ্রেট হিমালয়ান, ব ারবেট, বড় বসন্ত, ৯। ব্ল্যাক হেডেড শ্রাইকস, কশাই পাখি, ১০। স্মল র‍্যাকেট টেইল্ড্ ড্রোংগো, ভীমরাজ, ১১। ব্ল্যাক ড্রোংগো, ফিঙে, ১২। হেয়ার ব্রেস্টেড ড্রে াংগো, ১৩। কমন ময়না, ১৪। জাংগল ময়না, ১৫। ব্ল্যাক ব্রাউড ট্রি পাই, হাঁড়িচাঁচা, ১৬। জাংগল ত্রো, ১৭। ইউরেশিয়ান স্টার্লিং, ১৮। স্কারলেট মিনিভেট, ১৯। অরেঞ্জ বেলিড সীফবার্ড, ২০। জাংগল ব্যাবলার, ছাতারে, ২১। গ্রে বুলবুল, ২২। রেড ভেন্টেড বুলবুল, ২৩। হোয়াইট ব্রেস্টেড লাফিং থ্রাস, ২৪। ইয়েলো নেপ্ড্ য়ুহিনা, ২৫। লিটল পায়েড ফ্লাই ক্যাচার, শাদাকালো চুটকি, ২৬। ভারডিটার ফ্লাইক্যাচার, নীল কট্কটিয়া, ২৭। ইয়েলা বেলিড ফ্যাটেইল ফ্লাইক্যাচার, হলদে পেট চাকদোয়েল, ২৮। ম্যাগপাই রবিন, দোয়েল, ২৯। হোয়াইট ক্যাপ্ড্ রিভারচ্যাট, ৩০। প্লামবিয়ার্স রেডস্টার্ট, ৩১। গ্রে ইউংগ্ড্ ব্ল্যাকবার্ড, ৩২। হুইস্লিং থ্রাস, কস্তুরা, ৩৩। হোয়াইট ওয়াগটেইল, শাদা খঞ্জন, ৩৪। লিটল স্পাইডাতর হান্টার, ৩৫। স্ট্রিক্ড্ স্পাইডার হান্টার, ৩৬। স্টায়াটেড ব্যাবলার, ছিট ছাতারে, ৩৭। স্পটেড ডাভ, ছিটে ঘুঘু,৩৮। রেড টার্টল ডাভ, ৩৯। এমারেল্ড্ ডাভ।
এই ৩৯টা পাখির মধ্যে কিছু ওখানকার স্থায়ী বাসিন্দা ও কিছু স্থানীয় ভাবে পরিযায়ী। এছাড়া আরো কয়েকটিকে আমরা স্পষ্ট দেখতে বা শনাক্ত করতে পারিনি। এটা বেশ কিছুদিন আগের পর্যবেক্ষণ।
এবার উত্তরবঙ্গে পরিযায়ী পাখিদের প্রধান আড্ডাস্থলগুলোর কথায় আসা যাক। মাঠে ঘাটে খাল বিল জলাভূমি ত্রমেই কমে আসছে চাষবাসের প্রসারের ফলে। তবু বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেঃ কোচবিহার জেলায় ১। দরিয়া বলাই বিল, ২। বোচামারি, ৩। আটিয়া মোচর, রসিক বিল। শেষোক্তটিতে একটি পর্যটক নিবাস খোলা হয়েছে। আলিুরদুয়ার বা কোচবিহার থেকে বাসে এক ঘন্টায় পৌঁছানো যায়। এখানে পানকৌড়ি, গো - বক, কোঁচ বক, খুন্তে বক, সরাল, শামুকখোল, ম াছরাঙা, কাদাখোঁচা, বালিহাঁস, নানা পাখির মেলা বসে যায়। কোচবিহার শহরের মধ্যেই সাগরদিঘিতে শীতকালে প্রচুর পরিযায়ী পাখি আসে। শহরের মানুষ ও সরকারী প্রশাসন যৌথভাবে এদেররক্ষণাবেক্ষনের দায়িত্ব নিয়েছে।
কোচবিহারে তোর্ষা নদীর চরে ও জলপাইগুড়ির তিস্তা নদীর চরে এসে বসে ব্রাহ্মিনি ডাক, বাংলায় যাকেচখাচখি বলি। এরা আসে আফগানিস্থান, তুর্কিস্তান তিববত ও সিকিম থেকে। এরা অন্য পাখির ভিড়ে মেশেনা, স্বতন্ত্র ভাবে জোড়ে বসে থাকে পরিস্কার বালুচরে। দূর থেকে মানুষ দেখলেই উড়ে যায়। ১৯৮১ সালে এদের একটির সংগে বন্ধুতা স্থাপনের চেষ্টা করেছিলাম। সফল হইনি। ঐ বছর জানুয়ারি মাসে ছিটে গুলিতে আহত একটি পাখিকে এক বন্ধু আমার কাছে এনে দিলেন। ড ানা ভেঙে যাওয়ায় উড়তে পারছিলোনা। ভাঙা জায়গাটায় চুন হলুদ দিয়ে বাগানে একটা বাক্সর মধ্যে তার আস্তানা করে দিলাম। রোজ বাজার থেকে চুনো মাছ এনে দিতে লাগলাম। দু'দিন কিছু খায়নি। তারপর বাক্সের মধ্যে থেকেই মুখ বের করে খেতে লাগলো, বের হয়না। শেষে বাইরে এসেও খেত কিন্তুকাছে গেলেই ব াক্সে ঢুকে পড়তো। শেষে গরম কাল এসে পড়ায় চিন্তিত হয়ে পড়লাম। বাড়ির সবারই ওটার ওপর মায়া পড়ে গিয়েছিল। বিশেষত আমার স্ত্রীর। দার্জিলিং চিড়িয়াখ ানায় দিয়ে আসতে রাজী হয়না। অনেক বুঝিয়ে রাজী করলাম। ভারত্রান্ত মনে, কাগজের কার্টুনে করে, সপরিবার দাজিলিং গিয়ে চিড়িয়াখানায় দিয়ে এলাম। মাঝে মাঝে খোঁজ নিয়েছি। বছর খানেক পরে পাখিটা মারা যায়।
জলপাইগুড়ি জেলার রায়ডাক নদীর বিভিন্ন খাতে ও ভুটানঘাটের ধারে নানা পরিযায়ী পাখি আসে। একবার সাইবেরিয়ান গুজ দেখেছি। বক্সায় কাতলুঙের কাছ াকাছি এলাকায় প্রচুর পাখি আসে। পাতারি বা সাধারণ টিলযথেষ্ট আসে উত্তর মে থেকে। আসে তিতির ও বটের। লারোয়া দেখা যাবে সিংগালিলা পর্বতমালার টংলু ও সান্দাকফু-র কাছাকাছি জায়গায়। চকোর দার্জিলিং জেলায়, বিশেষত নেপাল সীমান্তে চার থেকে দশ হাজার ফুটে খোলাজায়গায় ঘাসজমিতে বসে। বটের

বা কোয়েল আসে মধ্য এশিয়া থেকে বড় বড় দলে। শীতকালে দার্জিলিং জেলারচার পাঁচ হাজার ফুট উঁচুতে শস্যক্ষেতগুলোতে আসে। ডুয়ার্সে ও ও তরাইয়ে অ াসে পীইং হাঁস, গিরিয়া হাঁস ও রাঙামুড়ি বেশ প্রচুর পরিমাণে।

কত যে পাখি, - কত আর বলা যায় অল্প পরিসরে? এবার শেষ করছি একটা খুব পরিচিত পাখি দিয়ে। শীতকালে সবাই দেখেছেন শাদাকালো রঙের ছোট পাতলা ছিপছিপে এই পাখিটাকে ঘাসের ওপর অনবরত লেজ ওঠানামা করতে করতে দ্রুত পায়ে চলাফেরা করতে। খঞ্জন। লেজের ওঠানামাটা ধোপার কাপড় কাচার মত বলে হিন্দি নাম ধোবিন, ইংরেজিতে ওয়াগ্‌টেইল। এরা আসে হিমালয়ের ওপারে তিব্বত এবং কাশ্মীর থেকে। এদের সাতটিউপপ্রজাতি আছে। বিখ্যাত পাখি বিজ্ঞানী ডঃ সলিম আলীর বোম্বের বাড়ির লনে প্রতি বছর নিয়মিত একটি পাখি আসে শুনে তাঁকে চিঠি দিয়েছিলাম সেটি কোন্ উপপ্রজাতির জানতে চেয়ে। তিনি বোম্বের প ালি হিল থেকে ১৯৭৫সালের ১২ই ডিসেম্বর পোস্টকার্ডে টাইপ করা চিঠিতে জানিয়েছিলেন, -- ওটা গ্রে ওয়াগটেইল। গত পাঁচ বছরে ১৮ থেকে ২১ শে সেপ্টেম্ বরের মধ্যে ওটাতে আসতে দেখেছি।

সেই থেকে আমারও খঞ্জন দেখার বাতিক চাপলো। আমাদের বাড়ির পাশের ছোট মাঠে প্রতি বছর খঞ্জন আসে। আমি নজর রাখি কবে তাদের প্রথম দেখতে পাবে। সাধারণত সেপ্টেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহে আসে। ঐ মাঠে ওকোচবিহার হাসপাতাল চত্তরের ঈষৎ হল্‌দেটে বুক - ওয়ালা একটি উপপ্রজাতিকেও দেখেছি একবার।



সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com